



## 9911 - শাসকরে বরিদুধে বদিরোহ করার বধিান

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: কডে কডে মনে করনে শাসকবর্গ কবরি গুনাহ ও পাপে লপিত হওয়ায় তাদরে বরিদুধে বদিরোহ করা ফরজ; তাদরে হাত থেকে কক্ষমতা পরবির্তনরে চেষ্টা করা অপরিহরিয; যদিও এতে মুসলমানদরে কিছু কক্ষতি হোক না কনে। আমাদরে মুসলমি বশিব যবে সমস্যাগুলোতে জর্জরতি সগেলো অনকে। এ বধিয়ে আপনার মতামত কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ইসলামী শরিয়ার একটি সূত্র হচ্চে-“মন্দকে মন্দতর দিয়ে প্রতরিোধ করা যাবে না। বরং যা দিয়ে মন্দকে নরিমূল করা যাবে, কথিবা কমানো যাবে তা দিয়ে মন্দকে প্রতরিোধ করতে হবে”। তাই যবে শাসক সুস্পষ্ট কুফুরীতে লপিত তাকে যারা কক্ষমতাচ্যুত করতে চায় তাদরে যদি এমন সক্ষমতা থাকে যা দিয়ে তারা তাকে পদচ্যুত করতে পারবে, তার বদলে একজন ভাল ও নকেকার শাসক বসাতে পারবে এবং এর ফলে মুসলমানদরে মধ্যে বড় ধরনরে কোন বশিৎখলা তরী হবো না, এ শাসকরে অনষ্টিরে চয়ে বড় কোন অনষ্টিরে শিকার হবো না— তাহলে এতে কোন বাধা নহে।

পক্ষান্তরে, এ বদিরোহরে মাধ্যমে যদি বড় ধরনরে বশিৎখলা তরী হয়, নরিপত্তা বধিনতি হয়, নরিপরাধ মানুষ জুলুম ও গুপ্ত হত্যার শিকার হয়... ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে বদিরোহ করা জায়বে হবো না। বরং ধরৈয ধারণ করতে হবে, শাসকরে ভাল নরিদশে আনুগত্য করতে হবে। শাসককে উপদশে দতি হবে, ভাল কাজ করার দকি ডাকতে হবে। মন্দকে কমানো ও ভালকে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এটাই সরল পথ; যবে পথ অনুসরণ করা কর্তব্য। কারণ এ পথে মুসলমানদরে জন্য সাধারণ কল্যাণ নহিতি; এ পথে কক্ষতির দকি কম, কল্যাণরে দকি বেশি; এ পথে আরও বড় অকল্যাণ থেকে মুসলমানদরে নরিপত্তা নহিতি আছে।